নব দিগন্ত

যুথিকা বড়ুয়া

(এক)

ছাত্র হিসেবে রবীন যেমন মেধা, তেমনি বুদ্ধিমান! কাজ করে জাহাজ ডিপুতে। থাকে বিধবা মা আর ছোট বোনকে নিয়ে এক কুখ্যাত পল্লীতে! সবে বি.এ.পাশ করেছে মাত্র, আকস্মিক বাবার মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে ওর মাথার ওপর! চেয়েছিল নাইট কলেজ করে নিজের পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে। কিন্তু পারেনি! ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ইতি টানতে হয় লেখাপড়ায়! সম্ভবতঃ সে কারণেই আজ ক'দিন যাবৎ মন মেজাজ একদম ভালো নেই রবীনের! বিষন্নতায় ছেয়ে গিয়েছে। সারাদিন উদাসীন, অন্যমনস্কভাব! মুখের হাসিটাও বিলীন হয়ে গিয়েছে!

রবীন সাধারণ একজন কর্মচারী! তাতে ক'পয়সাইবা আর মাইনে পায়! ক্রমাণ্বয়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতিতে সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হয়! মায়েরও হয়েছে যত জ্বালা! অভাব অনটন কবে না ছিল সংসারে! এ তো নতুন কিছু নয়! আগেও ছিল, আছে, থাকবেও! কিন্তু প্রভাবতীর একমাত্র চিন্তা রবীনকে নিয়ে! কলেজ ছেড়েছে অবধি কাজ থেকে ফিরে এসে ক্ষীণ মৃদু আলো অন্ধকার ঘরে পা টান টান করে শুয়ে থাকে বিছানায়! বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও খুব একটা মেলামেশা করেনা! কথাবার্তাও বলে না কারো সঙ্গে! রাতদিন কিসের চিন্তায় যে তন্ময় হয়ে ডুবে থাকে, ভেবে ভেবে হয়রান প্রভাবতী। উস্কোখুস্কো চুল! চিরুণীও পড়েনি ক'দিন! পরনের জামা কাপড়ের অবস্থাও তদ্রুপ! মলিনতার ছাপ প্রকট! চেহারাটাও রুগ্ন দেখাচ্ছে! চোখমুখও গর্তে ঢুকে গেছে! নিশ্চয়ই রাতেও ঘুম হয় না পোলার! কিন্তু হইল কি অড় হঠাৎ! কুনো ব্যায়ারামে ধড়ে নাই তো! পোলা কয়ও তো না কিছু!

মায়ের মন, সর্বদা কু-ই গায়! কিছুতেই স্বস্তি পায়না প্রভাবতী। নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে হন্‌হন্ করে গিয়ে দরজাটা ঠেলে ঢুকে পড়লেন রবীনের ঘরে। ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন! দেখলেন, হ্যারিকেনের আলোটা নিভু নিভু প্রায়! ক্ষীণ মৃদু আলোয় জ্বলছে! আবছা অন্ধকারে কিছু ঠাহরই করতে পাচ্ছিলেন না! হঠাৎ রবীনকে পাশ ফিরতে দেখেই উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, -'হ্যাঁরে রবী, হইছে কি তড়! কুনো ঝামেলা হইছে বুঝি ডিপুতে! কিরে, কথা কস্ না ক্যান!'

রবীন বরাবরই চুপচাপ, শান্ত প্রকৃতির! ঢোল পিটিয়ে মনের ভাব কখনো প্রকাশ করতে পারে না। আর তা'ছাড়া জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন কে না দ্যাখে! প্রত্যেকেরই সাধ জাগে মনে! যা প্রচন্ডভাবে রবীনকেও উৎসুক্য করে তুলে ছিল! জীবনে উন্নয়ণ ও আর্থিক স্বচ্ছলতার অন্বেষণে রবীন মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, অন্যের গোলামী না করে, অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে, নিজের মালিকাধীনে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য করাটাই সব চেয়ে উত্তম! নিজেকে কারো কাছে মাথা নত করতে হবেনা! কাউকে জবাবদিহীও করতে হবেনা! লাভ-ক্ষতির হিসেবও কাউকে দিতে হবেনা! কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ! সেটাইবা আসবে কোথা থেকে! কে দেবে ওকে এতগুলো টাকা! দিনকালের যা পরিস্থিতি, আজকাল বিনিময় ছাড়া কোনো কিছু পাওয়া বা হাসিল করা বড়ই দুর্লভ! তা'হলে!

রবীন উপায়ান্তরহীন হয়েই মায়ের অজান্তে নিজের সদ্য পার্মানেন্ট চাকরিটা মাত্র ত্রিশহাজার টাকায় বেচে দিয়ে একটা নামিদামি বিদেশী কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেলল! সৌভাগ্যক্রমে বছর না ঘুরতেই স্বয়ং মা লক্ষীই যেন ক্রমশই ওর অর্থের ভান্ডার একটু একটু করে ভরে দিতে লাগলেন। যাদুমন্ত্রের মতো ঘুরে গেল

রবীনের ভাগ্যের চাকাটা! রীতিমতো বদলে গেল ওদের লাইফ ষ্টাইল! জীবনধারার পদ্ধতি! থাকবার বাসস্থান! বেড়ে গেল নিত্যনৈমিত্তিক শৌখিন ও বিলাসীসামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা! যা স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনাই করতে পারেনি! কল্পনা করতে পারেনি, একদিন তা বাস্তবায়িত হবে! ওর আকাঙ্খিত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে!
একেই বলে বরাত! একটা ফলদায়ক বৃক্ষও কখনো এতো সহসায় বেড়ে ওঠেনা! অবাক হয় পাড়াপর্শীরা! ওদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে দেশের বাইরে! যেটা ছিল রবীনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন! প্রয়োজনে জার্মান, হংকং, সিঙ্গাপুর নানান দেশ-বিদেশে ওকে ঘুরতে হয়! যার জগৎ ছিল কর্মস্থল থেকে বাসস্থান। খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার! ভাবাই যায়না! একেবারে স্বপ্নের মতোই মনে হয় রবীনের! যেন আকাশের চাঁদটাই পেয়ে গিয়েছে হাতে! আর নাগাল পায় কে! নিত্য নতুনের সমারোহে খুঁজে পায় অধিকতর উন্নত জীবন। সদ্য সুপ্রতিষ্ঠিত মান-মর্যাদা সম্পন্ন এবং অর্থ-ঐশ্বর্য্যে ভরপুর রবীন অচিরেই ভুলে গেল ওর অতীতের ভাগ্যবিড়ম্বনা এবং দারিদ্র্যপীড়িত গ্রাম্য জীবনের দুঃখ-দীনতার কথা! ভুলে গেল, জীবন ও জীবিকার তাগিদে ঘাত-প্রতিঘাতে কত কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, সেইসব দিনের কথা! আর পিছন ফিরে তাকাতে হলোনা ওকে! নতুন উদ্যমে, উদ্দীপণায় এগিয়ে যেতে লাগল ওর আকাঙ্খিত জীবনের চরম সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে।

(দুই)

ব্যবসার কাজে রবীনকে প্রায় সারা বছরই মা-বোন ছেড়ে কাটাতে হয় দেশের বাইরে! কাজের অবসরে একাকী নিঃসঙ্গতায় শূন্যতাবোধে মন-মানসিকতার অস্থিতিশীলতায় নিজের ঐতিহ্য এবং নৈতিকতা ভুলে গিয়ে ভোগের কাছে বশ্যতা স্বীকার হয়ে পানীয় মাদকদ্রব্য থেকে শুরু করে নাইট ক্লাব, তাশের আড্ডা, শ্বেতাঙ্গ উর্বশী রমণীদের মধুর সান্নিধ্য, কোনটাই ওর বাদ যায়না! আবার কোন কোনদিন ভবঘুরের মতো নেশায় চুড় হয়ে অচৈতন্যে ডুবে থাকে মৌজ-মস্তির অতল গহ্বরে! যেখানে ছিলনা কেউ বাঁধা দেবার! তাড়াও ছিলনা বাড়ি ফেরার! কিন্তু কতদিন! আপন গন্তব্যে তো ফিরে যেতেই হবে! তখন কি পারবে, হৃদয়হরিনী ভুবনমোহিনী শ্বেতাঙ্গ রমণীদের মুক্তঝরা হাসি ভুলে থাকতে! কখনো কি পারবে, রূপসী লাস্যময়ী তরুণ রমণীদের রহস্যাবৃত ডাগর চোখের বিচিত্র ইশারায় প্রেমআহ্বানের মুহূর্তগুলি ভুলে থাকতে! না, পারেনি! শতচেষ্টা করেও দেশে ফিরে এসে রবীন পারেনি শ্বেতাঙ্গ রমণীদের ভুলে যেতে।
পারেনি হৃদয়পটভূমি থেকে ওদের অপসারিত করতে! কিন্তু তাইবা ওর পক্ষে সম্ভব হয় কেমন করে! বত্রিশ বছরের তরুণ যুবক ও'! জীবনকে উপভোগ করবার, আরাম-আয়েশে কাটাবার এই-ই উপযুক্ত সময়! জীবনে প্রথম পর্দাপণ করেছে বিদেশের মাটিতে! একটুতো ব্যতিক্রম ঘটবেই! কিন্তু প্রভাবতীর সর্বদা পুত্রের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়েই যতো চিন্তা! তার ধারণা, আহারাদি এবং বিবর্তন আবহাওয়াতেই শরীর অর্দ্ধেক হয়ে গিয়েছে রবীনের। পরিশ্রমও কি কম! নাওয়া-খাওয়াও হয়তো সময় মতো হয়না নিশ্চয়ই! কিন্তু রিষ্ট-পুষ্ঠ, শক্ত-সামর্থ জোয়ান ছেলে, এতো সহসায় ভেঙ্গে পড়ার তো কথা নয়!
উদ্বিগ্ন দেখা দেয় প্রভাবতীর। নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোতেও পারেন না! রাতভোর মমতার ছায়ায় রবীনকে আলগে জেগে বসে থাকেন! বিড়বিড় করেন আপনমনে,-'শরীলডা এক্কারে শুকাই গ্যাছে পোলার! এত্ত পরিশ্রম, এত্ত দৌড়-ঝাঁপ, অড় কি সহ্য হয় কখনো!'
কিন্তু রবীন যে বিদেশী পরী নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতো, তা কে জানতো! প্রভাবতীর দৃষ্টিগোচর হয়, জার্মান গিয়ে অনেক বদলে গিয়েছে রবীন! সিগারেটের গন্ধ্যে তা ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে! মনে মনে বললেন,-পোলায় কি যে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তা ভগবানই জানে! ধূমপানের নেশা ভালোই ধরছে অড়!
ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় সারাঘর। গন্ধ্যে টেকা যায়না। ওতো আর বাচ্চা নয়, যে মা বকুনি দিলেই ওসব বদঅভ্যাস বদনেশা বর্জন করবে! এটা পরুষ মানুষের ধর্ম! কিন্তু তাই বলে কি রাতদিন চব্বিশঘন্টা!

দিন যায়, মাস যায় কোনো পরিবর্তনই হয়না রবীনের! অথচ বিদেশ যাত্রার সময় ঘনিয়ে এলেই উচ্ছাসিত আনন্দে মন-প্রাণ ওর উৎফুল্ল হয়ে ওঠে! উর্দ্ধঃশ্বাসে প্রস্তুস্তিপর্ব শুরু হয়ে যায় ওর! ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।
প্রভাবতী ভাবলেন, মাইয়া বিয়া দিয়া ঘর একখান্ খাঁ খাঁ করে! এইবার একখান্ বৌ আইনা পোলারেও ঘর বাঁইন্দা দিতে হইব! নাতি-নাতনীও আইব, ভইর‍্যা যাইব গিয়া ঘর! তা না হইলে দ্যাশ-বিদ্যাশ ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা পোলা যাইব গিয়া রসাতলে! সংসার-ধর্মে মনই আর লাগব না অড়!
অথচ ঘটে তার বিপরীত! প্রভাবতী যতই নিশ্চিন্ত হন, ততই সমস্যার সৃষ্টি হয়! শখ্ করে ঘরে ছেলের বৌ নিয়ে এসে প্রতিদিন শুরু হয় অশান্তি! রবীনের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও অভিযোগ, -'তড়কারিতে নুন কম! ঝাল বেশী! তোমার লাড্‌লি বৌ রান্না জানেনা! জামার ইস্ত্রিটা ঠিকমত হয়নি! বেরসিক, আন্‌স্মার্ট! হাই-সোসাইটিতে চলতে জানে না। ওপেন মাইন্ডে মিশতে জানে না। আরো কত কি, তার ইয়ত্তা নেই!'
প্রভাবত দেবী লেখাপড়া কম জানা সেকেলে মহিলা। তার সংস্কারপ্রবণ মন-মানসিকতা! হাই-সোসাইটির কথা শুনলে অতিরিক্ত চটে যান তিনি! আর চটে গেলে সাংঘাতিক অবস্থা হয় তার! মুখের পেশিগুলো ফুলে শক্ত হয়ে ওঠে। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপায়! আর সেই সঙ্গে জিহ্বায় কথা জড়িয়ে গিয়ে যে তোতলাতে শুরু করেন, তা অজানা নয় রবীনের! অথচ মুখে যেন খই ফুটছে ওর! থামার লক্ষণই নেই! সমানে বক বক করছে তো করতেই!
ইতিপূর্বে হঠাৎ যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল! প্রভাবতী ভ্রু উত্তোলন করে, কাপড়ের কোঁছা ধরে তীব্র গলায় গর্জে উঠলেন, -'হাই সোসাইটি দিয়া কি হইব আমাগো! হেইগুলি বিলাসিতা! মাইনষের সামনে বেলেল্লাপণা করা! রঙ্গ-তামাশা করা! নিজেরে জাহির করা! হেগুলি আমাগো ঘরের বৌ-বেটিগোর কক্ষনো শোভা পায়না! ভুইল্যা গ্যাছস সব! বিউটি আমাগো গেরস্থের লক্ষী, কূলবধূ! অড়ে আমি কুথাও যাইতে দিমু না! এই আমার শ্যাষ কথা, কইয়া দিলাম!'

মায়ের কথা গায়েই মাখালো না রবীন! দরজার পাশে দাঁড়ানো লাবণীর আপাদমস্তক কটাক্ষ দৃষ্টিতে নজর বুলিয়ে রূঢ় গলায় বলে উঠল, -'থাকো তুমি তোমার ওল্ড্ ফ্যাশান বৌ নিয়ে, আমি চললাম!'
বলে সেই যে বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, মধ্যরাত পর্যন্ত বাইরে কাটিয়ে ড্রিংক্স করে টলতে টলতে বাড়ি ফেরে! এতক্ষণ কোথায় যায়, কার কাছে যায় কিছুই বলেনা! বিছানায় গিয়ে মাথা রাখতেই নিদ্রাদেবীর বাহুমন্ডলে একেবারে বেহোঁশ! অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু রাতটুকুই! প্রত্যুষে প্রভাতরবির উদয়ের সাথে সাথেই যথারীতি বেরিয়ে পড়ে নিজের কাজে। কখনো সহ্য হয় কারো!
বৈবাহিক জীবনের শুরুতে এমন নিস্প্রেম, নির্দয় নিষ্ঠুর স্বামী কোনো মেয়েই কামনা করেনা! অন্তরঙ্গভাবে প্রেমালাপ তো দূর, লাবণীর মুখের দিকেও কোনদিন চোখ তুলে চেয়ে দ্যাখেনি! পারিপাশ্বিকতার সাথে নিজেকেও খাপ খাওয়াতে পারেনি! অথচ প্রভাবতীই প্রথম মুখদর্শণেই পুত্রবধূর নাম রেখেছিলেন বিউটি! ঐনাম ধরেই সব সময় ডাকেন ওকে! রবীন কি শোনেনি কোনদিন! নিশ্চয়ই শুনেছে! তাতে ওর কি! মতইতো ছিলনা বিয়ে করার! চেয়েছিল প্রত্যাক্ষ্যান করতে! বিয়ের প্রোপোজালটা রিফিউজ্ করতে! অথচ সে কথাও কি মুখফুটে বলতে পেরেছিল কোনদিন! না পারেনি! পারেনি হৃদয় নামক ওর বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাবণীকে সঁপে দিতে। ওকে পূর্ণ মর্যাদায় স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে! পারেনি, স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে! সংসারের মায়াজ্বালে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে! আর পারেনি বলেই লাবণীকে একান্ত করে চাওয়া-পাওয়ার কোনো ইচ্ছানুভূতিও ওর ছিলনা! ছিলনা কোনো বন্ধন, হৃদয়ার্কষণ! স্বার্থপর আর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওর শুধুই নিস্পৃহা, নিরাসক্তি আর বেপরোয়াভাব!
কিন্তু কেন? নিজেকে প্রশ্ন করে লাবণী! -ও'কি উড়ে এসেছিল এ বাড়িতে? না গায়ের জোরে রবীনের ঘাড়ে জবরদস্তী চেপে বসেছিল! রীতিমতো পুরোহিত এসে শাস্ত্র মতে মন্ত্র উচ্চারণেই পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল দুজনে! কি অন্যায় অপরাধ করেছিল লাবণী? ও'কি সত্যিই রবীনের অযোগ্য? চোখের বালি? চায় কি রবীণ? কি পেলে জীবনে ও' প্রকৃত সুখী! লাবণী কি তাতে সত্যিই অক্ষম? কিন্তু সেভাবে তো রবীন

কাছেই আসেনি কোনদিন! তা'হলে কেন এমন দূরত্বের ব্যবধান! প্রতিটা বিষয়ে কেনইবা ওর এমন অনৈক্যতা, অসামঞ্জস্যতা, বিরোধতা!

তবু ধীর-স্থীর, ধৈর্য্য ও সহ্যশীলা লাবণী, মুখ ফুটে কিছুই বলেনা! কারো প্রতি ওর অভিযোগ নেই! অসন্তোষ নেই! নিজের একেঘেয়ে অনাকাঙ্খিত বিরহ-বেদনাময় নিরানন্দের জীবনকেই ভাগ্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল! সহে গিয়েছিল প্রভাবতীর মুখ চেয়ে! যে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে লাবণীকে পুত্রবধূ হিসেবে সানন্দে গ্রহণ করেছিল, অন্তত সেটুকুই অটুট থাক! রবীনকে প্রেমের ডোরে বাঁধতে না পারলেও, ওকে একান্ত করে কাছে না পেলেও হৃদয়ের নিঃসৃত ভালোবাসায় লাবণী ওর মনকে বেঁধে রেখেছিল এক অদৃশ্য বন্ধনে! এক অদৃশ্য অনুভূতিতে ।

রবীণ যতো রাতেই ফিরুক, ওর পথ চেয়ে প্রহর গুনে বসে থাকতো জানালার ধারে! কখনো দুঃশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠতো । কোনদিন বর্ষণমুখর সন্ধ্যে থেকেই একান্তে নিঃভৃতে অশ্রুসজল চোখে বিনিদ্র রজনীও কাটাতে হতো! অথচ তাতে কিছুই এসে যেতো না রবীনের!

(তিন)

বেশ ক'দিন যাবৎই রবীনের মতীগতি ভালো ঠেকছিল না লাবণীর! কেমন সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল! ও নিশ্চয়ই কোনো ফন্দী আঁটছে! এ অবাঞ্ছিত সংসার থেকে হয়তো মুক্তি পাবার পথই খুঁজজে বোধহয় । হয়তো বা অন্য কিছু! কিন্তু লাবণী আশঙ্খায় থাকতো মনে মনে । ভীষণ ভয় হচ্ছিল ওর, রবীন রাতারাতিই বাড়ি থেকে উধাও না হয়ে যায়! যাও মাঝে মধ্যে এ্যাঁ উঁ শব্দ উচ্চারণে ওর মত প্রকাশ করতো, মত বিনিময় করতো, আজকাল সেটাও গিয়েছে একেবারে বন্ধ হয়ে । ওকি সত্যি সত্যিই লাবণীর কাছ থেকে মুক্তি পেতে চায়?

ঠিক এই ভয়ই করেছিল লাবণী! সকালে ঘুম ভেঙ্গে দ্যাখে, সদর দরজাটা খোলা । ক্লোজেটের সমস্ত জামা-কাপড়গুলো এলোমেলা । বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই নিজের গর্ভধারিনী মা ও নব বিবাহিতা স্ত্রী লাবণীর সুকোমল হৃদয়ে কঠিন আঘাত হেনে উচ্চাভিলাষী রবীন মরিয়া হয়ে শ্বেতাঙ্গ মনোমোহিনী তিলোত্তমার মাধুর্য্যে অবগাহনের জন্য সদ্য সাজানো নিজের ঘর-সংসার পরিত্যাগ করে ছুটে চলে যায় জার্মান! বাঁধবে স্বপ্নের খেলাঘর । ভালোবাসার রাজপ্রাসাদ! কিন্তু যে ঘরে খেলনাই নেই, তা সে খেলবে কেমন করে!

জার্মান পৌঁছেই রবীন মরমে মরমে উপলদ্ধি করল, এতদিন ও শুধু অন্ধের মতো আলো ছেড়ে আলেয়ার পিছনেই ছুটেছিল! আসলে সবই মায়ার মরিচিকা ছল্! শুভ্রপরীরা দেখতেই সুন্দর! বাঙালি মেয়েদের মতো মার্জিত রুচীশীল, ধৈর্য্যশীল, সহনশীল এবং আত্মত্যাগি ওরা নয়! যাদের ভালোবাসা এতই ঠুনকো যে, সামান্য আঘাতে নোনামাটির মতো পলকেই ঝোরে যায়! যেখানে বিশ্বস্থতা নেই! নির্ভরশীলতা নেই! মন-মানসিকতারও যাদের বিস্তর ব্যবধান! সেখানে মিলন হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই! তার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন, দু'টি সবুজমনের একাত্ব হয়ে মিশে যাওয়া, লীন হয়ে যাওয়া এবং নিঃস্বার্থে প্রেম-ভক্তি-ভালোবাসা উজার করে ঢেলে দেওয়া! যা লাবণীও দিতে চেয়েছিল! অথচ ন'মাস একই ছাদের নিচে একঘরে বাস করেও তা কখনো বোধগম্যই হয়নি রবীনের! অহেতুক নিজের গোড়ামী এবং জিদের বশীভূত হয়ে তিক্ততা সৃষ্টি করে স্বামীর ভালোবাসা থেকে লাবণীকে বঞ্চিত করেও ওর জ্বালা মেটেনি! নিষ্ঠুর স্বার্থপরের মতো স্ত্রীর ন্যায্য অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চেয়েছিল! কিন্তু কেন? কখনো নিজেও কি দিয়েছিল কিছু? না দিতে পেরেছিল? দেবার চেষ্টাও তো করেনি কোনদিন! আর তা'ছাড়া ও' দেবেই বা কি! দেবার মতোও তো ওর কিছুই নেই!

অবলীলায় ক্ষণিকের মোহজাল ছিন্ন করে ঝড়ের মুখে দিশাহারা হয়ে উড়ে যাওয়া পাখীর মতো

মুমূর্ষ্যু রবীন আজ ওর বিবেকের দরবারে নিজেই অপদস্থ, জর্জরিত! অনুতাপে অনুতপ্ত এবং সর্বোপরি নিজের কাছে পরাস্ত হয়ে মহাপ্রলয় ঘটে ওর অন্তরে। বিগতদিনগুলির অর্ন্তকলহ আর মতবিরোধের অনুশোচনায় ওর পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করে একেবারে ভিজিয়ে দেয় নিজের বিবেককে। মন-প্রাণও ওর নতুন করে সিক্ত হয়ে ওঠে গভীর ভালোবাসায়! বুঝতে পারে, সে নিজেই নিষ্ঠুরের মতো নিরীহ, নির্দোষ, নিস্পাপ লাবণীর প্রতি বড়ই অন্যায় করেছে! অবিচার করেছে! অথচ স্বামীর দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের যে দৃঢ় অঙ্গীকারে লাবণীকে জীবন সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করে ছিল, তা অস্বীকার করার স্পর্ধাও ওর ছিলনা! কিন্তু লাবণী, ওকি ক্ষমা করবে কোনদিন? ওরও তো মন বলে একটা জিনিস আছে! সাধ-আহাল্লাদ আছে! জীবনের চাহিদা আছে! যা কোনদিনও পূরণ করেনি! পূরণ করবার চেষ্টাও কোনদিনও করেনি রবীন! আজ ও' স্বামীর পরিচয়ে লাবণীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে কোন্ অধিকারে? কিসের জোরে? বিশ্বাস আর ভালোবাসা তো মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছে লাবণীর! তা'হলে!

দ্বিধা আর দ্বন্ধের সন্ধিক্ষণে প্রচন্ড উদ্বিগ্ন দেখা দেয় রবীনের! কিছুতেই স্বস্তি পায়না! মনযমুনার উত্তাল তরঙ্গে ক্রমশই যেন অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে! কিনারাই খুঁজে পায়না! একসময় রবীন মনস্থির করে, নিজেই লাবণীর সন্নিকটে গিয়ে ধরা দেবে! প্রায়ই ফোন করে মাকে! আকার ইঙ্গিতে লাবণীর মনের খবর জানতে চায়। শুধু একটাই আবেদন জানিয়ে বলে,-'যত শীঘ্রই সম্ভব, তোমরা জার্মান চলে এসো! আমারও তো একটা নৈতিক দায়ীত্ব আছে! কর্তব্য আছে! অন্তত পালন করবার সুযোগ একবার আমায় দাও! জানি, যে অপরাধ আমি করেছি, তা ক্ষমার যোগ্য নয়! কখনো ক্ষমা করা যায়না! লাবণীকে একটু বুঝিয়ে বোলো! একমাত্র তুমিই কনভিন্স করতে পারবে ওকে। ও' তোমার আনুগত্য! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও' কখনো অমান্য করবে না! অতীতের ভুল-ভ্রান্তি যা কিছুই হোক, ওকে বলো, সব ভুলে গিয়ে এ্যামিডিয়েট আমার এখানে চলে আসতে!'

হুমঃ, বললেই হলো! বিনা নোটিশে নিজে যখন উধাও হয়ে গিয়েছিল, তখন কোথায় ছিল ওর নৈতিক দায়ীত্ব, কর্তব্য! বিগত চৌদ্দটামাস ওর বিবাহিতা স্ত্রী একেলা নিঃসঙ্গতায় নিরানন্দে কিভাবে দিন কাটিয়েছে, মনের কামনা-বাসনাগুলিকে অশ্রুজলে সলীল সমাধী দিয়ে কিভাবে নিজের সতীত্ব বজায় রেখেছে, বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে, সেখবর একবারও কি নিয়েছিল? মনে কি পড়েছিল কোনদিন? লাবণী কেন কাঙ্গালের মতো ছুটে যাবে ওর কাছে? কিসের ঠেকা ওর? হায়ার এ্যডুকেটেড্ ও'! রূপে-গুণে, কাজে-কর্মে কোনো অংশেই কম নয়! ওকি পারতো না, আর পাঁচটা বৌ-এর মতো নানান রঙ্গে-ঢঙ্গে, বাকপটুতায়, ছলা-কলাকৌশলে রবীনকে বশ করে রাখতে? ওকে সর্বদা আঁচলে বেঁধে রাখতে? অবশ্যই পারতো! তবুও কি রবীনের হৃদয় নিংড়ানো অকৃত্রিম ভালোবাসা পেতো কোনদিন? একান্তে নিভৃতে নিবিড় করে কখনো কি ও'কে পেতো কোনদিন?

না পেতো না! আর পেতো না বলেই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার বাঁধন শক্তি ক্রমশই শিথিল হয়ে আসছিল লাবণীর! তবুও অকুন্ঠিত হৃদয়ে মাতৃতুল্য শ্বাশুড়ী প্রভাবতীর সেবা-শুশ্রুষায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে শ্বশুড়ালয়ের লাজ অটুট রাখার দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকারে বুকের সমস্ত পূঞ্জীভূত মান-অভিমান, বিরহ-বেদনাগুলিকে নীরবে নির্বিকারে লুকিয়ে রেখেছিল ওর অনিন্দ্য সুন্দর হাসির আড়ালে! যা কখনো মলিন হতে দিতোনা! ওযে নিয়তির কাছেই আত্ম সমর্পিত, নিমোর্জিত এবং বিসর্জিত!

কিন্তু মুখে যাই বলুক, মনকে সায় দেয়নি লাবণী! জেগে ওঠে এক অভিনব অনুভূতি! নারীর আপনসত্ত্বা বোধ, মূল্যবোধ! দ্বিধা-দ্বন্ধের উত্তাল তরঙ্গের সঞ্চালণে বিদ্যুতের শখের মতো ওর আপাদমস্তক এক অব্যক্ত আনন্দানুভূতিতে শিহরিত হয়। ওর কাল্পনিক চেতনায় এক অদৃশ্য শক্তিতে গোধূলির বিচ্ছিন্ন মনটা ভালোবাসার বন্ধনে রবীনকে নতুন করে প্রাণের ডোরে বেঁধে রাখে, ওর গহীন আবেগে-অনুভূতিতে, স্মৃতির গ্রন্থিতে! অপ্রত্যাশিত রবীনের মন-মানসিকতার অভাবনীয় পরিবর্তনে ভিতরে ভিতরে অব্যক্ত আনন্দে আত্মাহারা হয়ে হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত করে খুশীর বন্যা বয়ে যায় লাবণীর! মন-প্রাণ আনচান করে ওঠে! উন্মুক্ত অন্তর মেলে কল্পনায় দেখতে থাকে রবীনকে। নতুন করে জেগে ওঠে অপূর্ণ সাধ, আশা-আকাঙ্খার

ইচ্ছানুভূতি। কখনো ব্যাকুল নয়ন দু'টি ওর অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে! কখনো বিরহে, বেদনায়! কখনো মানে-অভিমানে! কখনো আবেগে, অনুরাগে!

(চার)

দেখতে দেখতেই এসে গেল ভ্যালেন্টাইন ডে! ভালোবাসা দিবস! পাখীর কলোরবে প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গল লাবণীর! চোখ মেলতেই প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যে ও মনমাতানো উচ্ছাসের টানেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে ওর শরীর ও মন! আজ যেন প্রকৃতিতেই সম্পূর্ণ বিসর্জিত লাবণী! যেদিকে যা দ্যাখে, সবই ওর নতুন লাগে! পূর্ব দিগন্তবিস্তৃত হলুদ আর লালচে সোনালী রং-এর অপূর্ব সংমিশ্রণে খড়দ্বীপ্ত রৌদ্রাজ্জ্বল আকাশ! ঝুরুঝুরু মিহিন বাতাস আমোদিত হয়ে আছে রং-বেরং এর ফুলের সৌরভে! ইচ্ছে হচ্ছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো খুশীর ডানা মেলে দূর-নীলিমায় ভেসে বেড়াতে।
স্বভাবসুলভ চপলতায় লাবণী স্বপ্নাপ্লুত হয়ে সুরের মূর্ছণায় আপন মনে গুণগুণ করতে করতে ছাদের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ায়! মনের অজান্তেই ক্ষণে ক্ষণে সন্ধানি চোখদু'টো ওর চঞ্চল প্রজাপ্রতির মতো ঘুরতে থাকে চারিদিকে! আবার পরক্ষণেই নেমে আসে নিচে! অথচ নিচে নেমে এসে স্বস্তিই পায়না কিছুতেই! কাজের অবসরে বারবার অস্থির মনপাখীটা ওর ছুটে চলে যেতে চায় ছাদের ওপর। কিন্তু কিসের টানে যে ওর মতিভ্রম হচ্ছিল, তা নিজেও জানেনা লাবণী। হঠাৎ গেটের ধারে কাকে যেন দেখে বুকটা ওর কেমন ছ্যাৎ উঠল! -'এ কি, লোকটা কে ওখানে দাঁড়িয়ে! রবীন মনে হচ্ছে!
লাবণী গলা টেনে উঁকি ঝুকি দিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়, হ্যাঁ রবীণই তো! কিন্তু ও' এলো কখন? ওখানেই বা দঁড়িয়ে কেন? আশ্চর্য্য!'
রবীন যে ওকেই খুঁজছিল, তা জানবে কেমন করে লাবণী! খুশীর তুফান উড়িয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে নিচে! সিঁড়ির গোঁড়ায় এসেই থমকে দাঁড়ায়! চোখেমুখে ওর অপার বিস্ময়! পলকহীন নেত্রে অভিভূতের মতো হাঁ করে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে! কখনো যা কল্পনাই করেনি! রবীনও সলজ্জে অপরাধীর মতো চেয়ে থাকে। দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে যায় মুহূর্ত্যে! কারো মুখে কথা নেই। বুক ধুক্‌ধুক্ করে কাঁপে লাবনীর! ঠোঁট কাঁপে! অথচ ওর চোখেমুখে অভিমান বা নালিশের একটুও ছাপ নেই কোথাও! অপ্রত্যাশিত রবীণকে একান্ত করে পাবার আনন্দ-অভিমানের সংমিশ্রণে শিশির বিন্দুর মতো অশ্রুকণায় সিক্ত হয়ে উঠল ওর চোখদু'টো! ওর সম্মুখে অতি সন্নিকটে সশরীরে দুহাত প্রসারিত করে প্রেম-আহ্বানে রবীন দাঁড়িয়ে। তবু কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না নিজের চোখদু'টোকে!
হঠাৎ রবীনের অস্ফুষ্ট কণ্ঠস্বরে কেঁপে ওঠে লাবণী, -'এসো বিউটি! আমার কাছে এসো! এতো কি ভাবছ, এসো!'
চিন্তাই করা যায় না! এ তো স্বপ্নেরও অতীত! অথচ সম্পূর্ণ বাস্তব! রবীন আজ নিজে এসে ধরা দিয়েছে! মায়ের দেওয়া সেই নাম ধরে মিষ্টি সুরে ডাকছে! এ যে পরম পাওয়া লাবণীর! আর কি চাই!
চকিতে পুঞ্জীভূত মনের সমস্ত গ্লানি, মান-অভিমান ভুলে গিয়ে রবীণের আবেগাপ্লুত কণ্ঠস্বরে ঊষার প্রথম সূর্য্যের ঝলমলে লালচে সোনালী আভার মত উজ্জ্বল দীপ্তিময় হয়ে উঠল লাবনী। তড়তাজা হাসির একটা ঝিলিক দেখা গেল ওর ওষ্ঠের ফাঁকে! ইচ্ছে হচ্ছিল, রবীনের উষ্ণ বক্ষপৃষ্ঠে আঁছড়ে পড়তে! ওর বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়ের বন্ধনে পিষ্ঠ হয়ে যেতে! শরীরের প্রতিটি অনু-পরমানুও রবীণের সঙ্গে লীন হয়ে যেতে! ওর বুকের মাঝে মুখ গুঁজে পুরুষালী দেহের উষ্ণ অনুভূতিতে বুদ হয়ে থাকতে!
রবীন তখনও বিস্ময়ে অভিভূতের মতো তাকিয়ে ছিল লাবণীর রূপরাশি ও বুদ্ধিদীপ্ত চোখের চাহনির দিকে! যা পূর্বে কখনোই ওর দৃষ্টিগোচর হয়নি! অথচ ওরই বিবাহিতা স্ত্রী লাবণী! যাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে পরিত্যক্ত

করে দূরে সরে গিয়েছিল। আর আজ ও' যেন এক অনন্যা! লাবণ্যা! প্রেমের মহিমায় দ্বীপ্ত মমতাময়ী এক বিদূষী রমণী!

মুগ্ধ বিস্মিত চোখে কিছু বলার ব্যকুলতায় রবীণ উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। হঠাৎ আবেগোপ্লুত হয়ে লাবণীর হাতদুটো শক্ত করে চেপে ধরে। চকিতে শ্বাশত লজ্জায় দিশেহারা হয়ে মুখ লুকাবার পথ খোঁজে লাবণী। কিন্তু ও' লুকাবে কোথায়! রবীণের আবেগাপ্লুত প্রেমস্পর্শে বিদ্যুতের শখের মতো এক পুলক জাগা শিহরণে শিহরিত হলো ওর সারাশরীর। অনুভূত হয় হৃদয় নিঃসৃত গভীর অনুরাগের ছোঁয়া। শুনতে পায় ওর প্রাণস্পন্দন।

পলকেই রক্তেরাঙা সাশ্রু নয়নে মুখ তুলে তাকায় লাবণী! আনন্দে-উচ্ছাসে উতলা হয়ে ওঠে! চোখমুখ থেকে ঝড়ে পড়ে খুশীর ঝর্ণা! নতুন করে জগ্রত হয় এক অভিনব ভালোবাসার তীব্র অনুভূতি। যার ফল্গুধারায় সবুজ পাতার মতো হৃদয়পটভূমি থেকে তরতর করে বেড়ে উঠল লাবণীর।

রবীণের সপ্রশংস দৃষ্টির বিনিময়ে স্পর্শকাতর লজ্জাবতী পাতার মতো শরমে দুহাতে মুখখানা ঢেকে নূয়ে পড়ল পেশীবহুল রবীনের প্রশ্বস্ত বক্ষস্থলে! রবীন নিঃসংশয়ে, নিঃসংকোচে লাবণীর মসৃণ পৃষ্ঠদেশে প্রেমস্পর্শে মৃদু হস্ত সঞ্চালন করতেই লজ্জা আর খুশীর সংমিশ্রণে চোখের তারাদু'টি ওর জ্বলজ্বল করে উঠল! নিমেষেই ভেঙ্গে গেল অভিমানির মান। সড়ে গেল শরমের আবরণ!

রবীন বুকের মাঝে টেনে নিয়ে প্রেমালিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতেই অবিলম্বে নিজেকে সঁপে দিলো লাবণী! মুহূর্তের এক অনবদ্য সুখানুভূতিতে শান্ত হয়ে আসে ওর শরীর আর মন! খুঁজে পায় নিজের অস্তিত্ব! নারীর আপনসত্ত্বা! একজন বিবাহিতা স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদা! আধিপত্য! আজ যেন ওর চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই! অনুভব করে নিজস্ব মাটিতে দাঁড়িয়ে দাম্পত্য জীবনের পরিপূর্ণতা, সার্থকতা এবং প্রয়োজনীয়তা!

হঠাৎ রবীনের পুরুষালী দেহের গন্ধ্যে মনের মধ্যে একধরণের নেশা ছড়িয়ে পড়ল লাবণীর। লজ্জায় রাঙা বড়বড় চোখ মেলে কিছু বলার জন্য ব্যাকুলিত হয়ে অব্যক্ত ভাষায় অপলকে চেয়ে থাকে। ওর মধ্যে দিয়েই প্রেরণ করে ভালোবাসার সংকেত! টের পেয়ে রবীন হঠাৎ বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে লাবণীর হাতটা ধরে টেনে নিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ল ওর ঘরে।

প্রভাবতী ছিলেন রান্নাঘরে। রবীনের গলা শুনে সানন্দে আত্মহারা হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। চোখ ফিরাতেই দেখলেন, সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে লজ্জায় রাঙা লাবণীর অব্যক্ত আনন্দে শিশির বিন্দুর মতো চোখদু'টো ওর অশ্রুকণায় চিক্‌চিক্ করে উঠলেও অনাবিল খুশীতে আর আহাল্লাদে ও' যেন ফেটে পড়ছিল!

অবশেষে স্তস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন প্রভাবতী। মুখ টিপে হেসে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লেন রান্নাঘরে। হঠাৎ দরজার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলেন। গলা টেনে দেখলেন, রবীনের স্যুট্‌কেস আর লাগেজটা তখনও বারান্দায় পড়ে আছে! বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন। রবীনের স্যুট্‌কেস আর লাগেজটা হাতে তুলে নিয়ে আর্শীবাদ করে বললেন, -'সুখী হ তোরা!'

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া: কানাডা প্রবাসী লেখিকা ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com